শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার- এর কবিতা

লাল সংবাদ/ Red News
কর্তৃক অনলাইনে প্রকাশিত ও প্রচারিত - ২রা জানুয়ারি, ২০১৫
ওয়েবসাইট - https://lalshongbad.wordpress.com
Facebook page– https://www.facebook.com/RedNewz

নোট -
অনলাইনে শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার রচিত -"গণযুদ্ধের পটভূমি" বইটি দুষ্প্রাপ্য। বিপ্লবী পাঠক কমরেডদের কাছে বইটি পিডিএফ আকারে সহজলভ্য করে দিচ্ছে লাল সংবাদ/ Red News। সকল পাঠক কমরেডদের প্রতি লাল সালাম রইল।

লাল সংবাদ/ Red News

শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার

(জন্মঃ ২৭ অক্টোবর, ১৯৪৪; শহীদঃ ২ জানুয়ারি, ১৯৭৫)

“গণযুদ্ধের পটভূমি” শীর্ষক
কবিতা সংকলনের ভূমিকা
(অক্টোবর, ১৯৭৩)

--- সিরাজ সিকদার

সাহিত্য–শিল্পকলা মতাদর্শগত ক্ষেত্রের অন্তর্ভূক্ত। ইহা মানুষের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করে এবং কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করে ।

বিপ্লব আর প্রতিবিপ্লব উভয়ের জন্য প্রথম প্রয়োজন জনমত সৃষ্টি করা।
প্রতিক্রিয়াশীল শিল্প- সংস্কৃতি প্রতিবিপ্লব ঘটানো এবং প্রতিবিপ্লবী ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে ।

প্রতিক্রিয়াশীল বিষয়বস্তু ও উচ্চমানের শিল্পরূপের সাহিত্য- সংস্কৃতি সবচাইতে বিপদজনক। রবীন্দ্র সাহিত্য তার প্রমাণ।

পূর্ববাংলায় সর্বহারার দৃষ্টিকোণ দিয়ে সঠিক এবং উচ্চমানের শিল্পরূপ সম্পন্ন জাতীয় গণতান্ত্রিক শিল্প- সংস্কৃতি (সম্প্রসারণবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী শিল্প- সংস্কৃতি) গড়ে উঠেনি ।

এ ধরনের শিল্প-সংস্কৃতি গড়ে তোলার সময় আমাদেরকে শুধু শ্রেণী সংগ্রামকে তূলে ধরলেই চলবে না, কারণ তা বুর্জোয়া এমন কি বড় বুর্জোয়াদের নিকটও গ্রহণীয় ।

শ্রেণী সংগ্রামের অনিবার্য পরিনতি সর্বহারা শ্রেণীর একনায়কত্ব (বর্তমানে জনগণের গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব), ইহা প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক পার্টি, এর নেতৃত্বে সশস্ত্র ও অন্যান্য সংগ্রাম এবং সর্বহারাদের শ্রেণী সংগ্রাম পরিচালনার বৈজ্ঞানিক তাত্ত্বিক ভিত্তি মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাও সে তুং চিন্তাধারা ও তার প্রয়োগ-অনুশীলন শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হতে হবে । তখনই এ ধরনের শিল্প-সংস্কৃতির বিষয়বস্তু সর্বহারার বিশ্ব দৃষ্টিকোণ দিয়ে সঠিক বলে বিবেচিত হবে ।

এভাবে সুকান্তের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করতে হবে।

সাহিত্য-সংস্কৃতিকে শুধু বিষয়বস্তুর দিক দিয়েই ঠিক হলে চলবে না-ব্যাপক ক্যাডার, সৈনিক, সহানুভুতিশীল, সমর্থক এবং জনগণ কর্তৃক গ্রহণীয় ও সমাদৃত এরূপ শিল্পরূপ সম্পন্ন হতে হবে ।

এভাবে আধুনিক সাহিত্য-কবিতা-শিল্পকলার সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে হবে ।

বিপ্লবী বিষয়বস্তু ও উচ্চমানের শিল্পরূপের (জনগণ কর্তৃক গ্রহণীয় ও সমাদৃত) একাত্মতা সম্পন্ন সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি পূর্ব বাংলার বিপ্লবে মতাদর্শগত প্রস্তুতির সৃষ্টি করবে, বিপ্লবের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করবে এবং জনগণকে বিপ্লবী কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে।

বিপ্লবী শিল্প-সংস্কৃতি নিয়ে চীন-ইন্দোনেশিয়া-ভারত এবং অন্যান্য দেশে ভ্রাতৃপ্রতিম কমরেডগণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন।

আমাদেরকেও পূর্ববাংলায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাতে হচ্ছে-কারণ বাংলা সাহিত্যে আমাদের সঠিক পথ সঠিক পথ দেখাবার মত কোন উত্তরসূরী নেই।

এ কারণে আমাদের বিষয়বস্তু ও শিল্পরূপে দুর্বলতা দেখা দিতে পারে। কিন্তু আমরা গুরুত্ব দেবো বিষয়বস্তু অর্থাৎ রাজনীতিতে, আর অনুশীলনের প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠবে নিখুঁত শিল্পরূপ।

দেশের এবং বিদেশের অতীত- বর্তমান সাহিত্য শিল্পকলাকে বিশ্লেষণ করতে হবে এবং সৃজনশীলভাবে সেগুলো থেকে শিখতে হবে, অন্ধভাবে নয়।
সর্বহারার দৃষ্টিকোণ দিয়ে সঠিক, একই সাথে আমাদের ক্যাডার, গেরিলা, সহানুভূতিশীল, সমর্থক এবং জনগণ গ্রহণ করবে, বিপ্লবে প্রেরণা পান- এরূপ শিল্প- সাহিত্য সার্থক বলে বিবেচিত হবে। কাজেই শিল্প- সাহিত্যের ক্ষেত্রে জনগণের সেবার মনোভাবের সার্থক প্রয়োগ হবে সর্বহারার দৃষ্টিকোণ দিয়ে সঠিক, জনগণের গ্রহণীয় এবং প্রেরণাদায়ক শিল্প- সাহিত্য গড়ে তোলা।

পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি যেমন রচনা করছে বিপ্লবী কাজের নূতন ইতিহাস, বিপ্লবী প্রবন্ধের নূতন রীতি, তেমনি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সত্যিকার বিপ্লবী এবং নিখুঁত শিল্পরূপ সম্পন্ন জনগণ সমাদৃত শিল্প- সাহিত্যের সম্পূর্ণ নূতন পথ গড়ে তোলার।

আমাদের এ প্রচেষ্টা তখনই সফল হবে যখন কমরেড, গেরিলা- জনগনের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে আমাদের গান, কবিতা, তাদের আসরে আলোচিত হবে আমাদের শিল্প- সাহিত্য, আত্মত্যাগে তাদের করবে উদ্বুদ্ধ, পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লব করা, পুরানো দুনিয়া ভেঙ্গে চুরমার করা, বিপ্লবী রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা ও তা টিকিয়ে রাখার পক্ষে জনগণকে মতাদর্শগতভাবে তৈরী করবে, তাদেরকে বিপ্লবী কর্মে উদ্বুদ্ধ করবে। তখনই সার্থক হবে সাহিত্য- শিল্পকলার ক্ষেত্রে আমাদের জনগণের সেবার মনোভাব।

শহীদ কমরেড সিরাজ সিকদার- এর কবিতা

গণযুদ্ধের

প ট ভূ মি

সূচিপত্র

- গণযুদ্ধের পটভূমি
- চিম্বুক পাহাড়
- টেকনাফ
- কলম
- প্রতীক্ষায়
- সাভারের লাল মাটি
- কারার অন্তরালে
- বিদ্রোহ- বিপ্লব
- পেয়ারা বাগান, মহান পেয়ারা বাগান
- ডি.এন.এ
- ট্রেনের বাইরে রাত
- নবীনতারা
- একটি সংগ্রামী এলাকা সফর
- পুরোনো পরিচিতের সাথে দেখা করে
- সন্ধ্যা
- দশ হাজার ফুট উপরে
- নাট্যমঞ্চ
- সন্ধ্যা
- বিহারী
- পূর্ববাংলার গণহত্যা
- শহীদদের স্মরণে
- অসহায় নারী
- উপলব্ধি
- জীবন
- হাট
- ময়নামতি
- আজকের বাংলা
- স্বাগত বর্ষা
- বর্ষাকালীন রণনৈতিক আক্রমণ
- ডহরী নওপাড়া শামুর বাড়ি
- ফ্রন্টে চলো
- বিদায় বেলা

গণযুদ্ধের পটভূমি

চলন্ত ট্রেনের শব্দ
জানালার বাইরে
বিকেলের উজ্জ্বল রৌদ্র।
পাটে- ধানে সবুজ মাঠ
মাঝে মাঝে ঘর- বাড়ি- গ্রাম
গাছ- গাছালিতে ঢাকা।
বাংলার সমতট-
বন- গ্রাম- খাল- নদী- নালা
পাটে- ধানে সবুজ
মাঠের খেলা।
কয়েকটা শত্রু
খতম হলেই ত
গ্রামগুলো আমাদের।
জনগণ যেন জল;
গেরিলারা মাছের মত
সাঁতরায়।

পাটে- ধানে সবুজ মাঠ
ঘর- বাড়ি গ্রাম
গাছ- গাছালিতে ঢাকা
খাল- নদী- নালা

গেরিলাদের চমৎকার আস্তানা।

রেল- রাস্তা, আকাশ থেকে
গেরিলাদের দেখা যায় না।
হঠাৎ রাইফেলের শব্দ;
একটা এ্যামবুশ
পুলিশ আর শত্রুরা খতম!
অস্ত্রগুলো কেড়ে নিয়ে
গেরিলারা সরে পড়ে
এক বন- গ্রামের পিছন দিয়ে
আরেক বন- গ্রামে।

গণযুদ্ধের চমৎকার পটভূমি
বাংলার সমতট –
বন- গ্রাম- খাল- নদী- নালা
পাটে- ধানে
সবুজ মাঠের খেলা;
পড়ন্ত রোদে রক্তিম-
খালি গায় শক্ত জোয়ান
কৃষকেরা বাড়ি ফিরে যায় ।
এরাই ত গেরিলা !
সবুজ মাঠ বন- গ্রামে
শত্রু প্রাণের শঙ্কা !

দূরে বন- গ্রামের আড়ালে
সূর্য ডুবে যায় ।
আবছা আঁধারে-
দ্রুতগামী ট্রেন থেকে
বন- গ্রামের কালো রেখা-
রক্তিম তালের মাথা-

লাল পতাকার মত দেখা যায় ।
দ্রুতগামী ট্রেন
শব্দ করে চলে যায় ।

চিম্বুক পাহাড়

ঝরণার কলতান-
পাথরের নুড়ি
বড় বড় টুকরো;
বনপোকার গান;
নিশ্ছিদ্র আকাশ-
হাজার বছরে গাছ গাছালিতে ঢাকা-
দিনের বেলায়
আবছা অন্ধকার।
গেরিলাযুদ্ধের স্বর্গ দিয়ে
চলেছি আমরা।

ঝর্ণা ছেড়ে খাড়া উঠতে হয়।
সামনে চিম্বুক।
সমতটের পা-
ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে।
সেদিনের মত পথ চলা শেষ।

চিম্বুক-
কত উঁচু!
সামনে সবুজ
পাহাড়ের ঢেউ
মিলিয়ে গেছে সমতলে-

খাল- নদী- পুকুর-
পথ- ঘর বাড়ি-
ছবির মত।

তারপর-
দূরে সাতকানিয়া পার হয়ে
বিকেলের রোদে
সাগর ঝলমল।

পিছনে-
পাহাড়ের সারি-
উঁচু হতে হতে
প্রাচীর গড়েছে দিগন্তে।

নির্মল হাওয়ায়
গা জুড়িয়ে যায়।
সমতলের মানুষ আমরা-
দেখিনি এমন!
আবার যাত্রা শুরু।
ভোরের কুয়াশায়
হারিয়ে গেছে
নীচের পৃথিবী।
চারিদিকে পেঁজা তুলোর
আচ্ছাদন-
সূর্যচ্ছটায় ঝলমল।
ঝর্ণা- পাহাড়- জঙ্গল।
কত পথ ভেঙ্গে দেখা
ভ্রাতৃপ্রতিম পাহাড়ীদের সাথে।

আত্মীয়তা-

নিবিড় আতিথেয়তা-
সহজ- সরল।
এখনও তারা শোষকের
কপটতা- প্রতারণা
শেখে নাই।
এখনও রয়ে গেছে তারা-
আদি সাম্যবাদের কাছে-
সমাজতান্ত্রিক সমাজের যেন ছবি।

এই বন- পাহাড়
বাঁশের কোঁড়, আলু-
ঝর্ণার মিষ্টি পানি-
মাছ বন্যজন্তু-
নিপীড়িত পাহাড়ী।
গেরিলাদের স্বর্গ ভূমি।

মনে হয়-
ভিয়েতনামের হাইপ্লাটেস্কে
রয়েছি আমি।
পাহাড়ের
ঢাল বেয়ে
নেমে যায়
মুরং মেয়ে।
অঙ্গে তার ছোট্ট আবরণী!
কী নিটোল স্বাস্থ্যবতী!
কবে তার কাঁধে-
শোভা পাবে
রাইফেল একখানি!

সুদখোর মহাজন

অত্যাচারী বাঙালী
তার সাথে সরকার।
অনেক কাল
হয়ে গেছে পার।
পাক- সামরিক দস্যুরা
উৎখাত হলো-
এলো ভারত
আর তার তাবেদার।
আরো নির্মম হলো
শোষণ- লুণ্ঠন।

অবশেষে খবর পেলাম
চেতনার হয়েছে উন্মেষ।

পাহাড়ের ভ্রাতৃপ্রতিম
জাতিসত্তাগুলো-
লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে।
জাতীয় নিপীড়ন তারা
দূর করবেই।
আমরাও একাত্ম-
তোমাদের সংগ্রামে।
নিপীড়িত বাঙালী- পাহাড়ী মিলি
শত্রুদের উৎখাত করবোই।

পাহাড়- বন
ঝর্ণার দেশ
লাল হবে
শত্রুর রক্তে।
বাঙালী আর পাহাড়ী
মুক্ত হবে

কায়েম হবে
জনগণের শাসন-
গণতান্ত্রিক একনায়কত্ব।

(নোটঃ হাইপ্লাটেক্সঃ ভিয়েতনামের জাতিগত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত পাহাড়- জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চল। ভিয়েতনামের পুরোনো মুক্ত অঞ্চল)

টেকনাফ

বিশাল নাফ নদী-
শব্দ করে সাম্পান চলে যায়।

ওপারে বার্মা-
আরাকানের সবুজ পাহাড়ের সারি-
উঁচু হতে হতে মিশে গেছে আকাশে।

ঐ পাহাড় আর জনপদে-
লড়ছে বার্মার ভ্রাতৃপ্রতিম কমরেডরা।
কবে হবে যোগাযোগ
তাদেরই সাথে!
এপারে টেকনাফ
নীলা- গীলাতলী-
পাহাড়- ঝর্ণা-
বন- হাতি- সাপ।
আর, সমুদ্রতট
ছোট্ট সমভূমি-
নিপীড়িত কৃষক,
সুদখোর- মহাজন-
কালোবাজারী- জমিদার।
আমরাও কাজ করছি এপারে
অনভিজ্ঞ নতুন।

কিন্তু কোন কিছুতেই
ভয় নেই আমাদের।
লেগে আছি
বোকা বুড়োর মত।
শক্ত জোয়ান-
সহজ- সরল, কৃষকেরা
হাজার বছরের শোষণ
উপড়ে ফেলতে চায়।
লড়াইয়ের আহ্বানে
উদ্বেল তারা।
এই পাহাড়- ঝর্ণা
নাফ নদী-
সমুদ্রতটে
দাবানল তারা জ্বালবেই।

[নোটঃ কবিতাটিকে গানে রূপ দিয়েছেন কবি]

কলম

আমরা একটি কলম কিনেছি।
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী দেশের তৈরি।

কলম-
কালো লেখার মাঝ দিয়ে
ছড়িয়ে দেবে বিদ্রোহের বাণী;
দেখিয়ে দেবে পথ-
জনগণের মুক্তির পথ।

কলম-
তৈরি করে সাম্রাজ্যবাদীদের
মৃত্যু পরোয়ানা।
সার্থক হয় মার্কিন
শ্রমিকের শ্রম-
রক্ত আর ঘাম।
তাদেরই মুক্তি বয়ে আনে।

কলম-
তুমি মার্কিন বিপ্লবী
শ্রমিক জনগণের উপহার।
সার্থক কর

পূর্ববাংলার জনগণের মুক্তির স্বপ্ন
বিশ্ব জনগণের মুক্তির স্বপ্ন।

প্রতীক্ষায়

১.

কমরেড
অপেক্ষায় বসে আছি
উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত!
অনেক রাত-
এখনো ফিরলেনা তুমি।
কমরেডদের শুধোই-
এখনো এলোনা কেন?
রাত যে অনেক হলো।
তারাও চিন্তিত।
এত রাত করে ফেরেনা ত সে-
কোন বিপদ হলো নাতো?

২.

চারিদিকে মানুষখেকো
বাঘগুলো ওত পেতে আছে।
চক্ররা হায়নার মত
ঘুরে বেড়ায়।
মৃত্যুর মুখোমুখি কমরেডরা
নির্ভীক কাজ করে যায়।

৩.
বাইরে রিকসার শব্দের আশায়
কান পেতে রই।
এই বুঝি তার ডাক
শোনা যায়।
পায়চারী আর চিন্তায়
রাত গভীর হয়।

৪.
দরজা খুলে বাইরে তাকাই-
যদি তাকে দেখা যায়।
নির্জন রাস্তা- বাতিগুলো
মিটমিটে জ্বলছে;
নিস্তব্ধ চলাচলহীন;
আশে পাশের বাড়িগুলো
ঘুমিয়েছে।
শীতের হিমেল হাওয়া-
কুয়াশা, দূরে আকাশে
আধখানা চাঁদ
ধানক্ষেত।
কই এখনোতো
কমরেডের দেখা নেই।

৫.
অবশেষে কমরেডের
ডাক শোনা যায়।
এক বোঝা চিন্তা
দূর হয়ে যায়।
নিশ্চিন্ত মন
খুশিতেও ভরে যায়।

ত্বরায় দরজা খুলে
একরাশ প্রশ্ন দিয়ে
কমরেডকে স্বাগত জানাই।

সাভারের লাল মাটি

বার বার ঘুরে ফিরে
মনে পড়ে তোমাদের কথা
এক সাথে বা একা।

সাভারের লাল মাটি
ছোট ছোট টিলা
শাল- কাঁঠালের বন
এখানে ছড়িয়েছিলে
প্রতিরোধের বহ্নিশিখা;
লাল হয়ে উঠেছিল দিগন্ত
সূর্যের প্রতীক্ষায়!

কিন্তু, কালো মেঘে
ঢেকে গেল আকাশ।
সাভারের লাল মাটি
আরো লাল হলো-
তোমাদের পবিত্র রক্তে।

কমরেড তাহের-
উত্তর প্রদেশ থেকে এসে
তুমি হলে বাংলার নরম্যান বেথুন।
তোমাদের পবিত্র রক্তের ঋণ তুলতেই হবে।

তোমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতেই হবে।
তোমাদের মহান ত্যাগ
কঠিন সংকল্প যোগায়।

চারিদিকে কত কাজ
কর্মীর কত স্বল্পতা।
তুমি থাকলে কত এলাকা
নিশ্চিন্তে ছেড়ে দেওয়া যেতো।
চক্ররা সাহস পেতনা
মাথা তুলতে।
পলাশ, সাইদ চালাতো
এক একটি জেলা;
মনি'দা- পেয়ারাবাগান।
ছোট্ট ছেলে খোকন;
হয়ত লুকিয়েছিল
তার মাঝে বাংলার লেনিন।
আরো কত সম্ভাবনার প্রাণ।

তাহের, কতবার তোমারে বলেছি
সতর্ক হতে।
আওয়ামী লীগের চররা
হায়নার মত খুঁজে বেড়ায়
বন্ধুর বেশে আমাদের
খতম করে।

রাতের অন্ধকারে
ফ্যাসিস্টদের বুলেটের শব্দে
তোমাদের ঘুম ভেঙ্গে যায়।
তারপর...
লড়েছিলে।

আর কিছু জানিনে।
সাভারের লালমাটি
ছোট ছোট টিলা
শাল- কাঁঠালের বন
নতুন বছরে
আবার সবুজ হবে;
আবার আকাশ লাল হবে
সূর্যের প্রতীক্ষায়।*

[* সুদীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর সাভারে আবার যোগাযোগ হয় এবং কাজ গড়ে উঠে। এভাবে কবির শেষ লাইনগুলোর আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়িত হবার মত অবস্থার সৃষ্টি হয়।
* কবিতাটিকে গানে রূপ দিয়েছিলেন কবি।]

কারার অন্তরালে

পত্রিকায় দেখেছি
তোমাদের ছবি-
পড়েছি তোমাদের
বীরত্ব গাঁথা।
বিষণ্ন বেদনায় ভরে গেছে প্রাণ-
মুহূর্তেই দৃঢ়তায় কঠিন হয়েছে
তোমাদের আরদ্ধ কাজ
সম্পন্ন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞায়।

নীল আকাশ
রোদে ভরা উজ্জ্বল দিন
বা-
চাঁদেভরা সুন্দর রাত
বা-
সবুজ শ্যামল ভূমি;
কমরেডদের সান্নিধ্য;
জনগণের ঘনিষ্ঠতা;
দেশ- বিদেশের বিজয় বার্তা থেকে
দূরে- অনেক দূরে-
কারার অন্তরালে;
জনাকীর্ণ ব্যারাকে;
বা-

নির্জন গরাদ মোড়া ক্ষুদ্র সেলে;
শ্বাসরুদ্ধ পরিবেশে
বা-
নির্মম অত্যাচারে
ফ্যাসিস্টদের সম্মুখে
বলিষ্ঠ প্রত্যয়ে
এখনো করছো সংগ্রাম
এখনো চালাচ্ছো লড়াই।
তোমাদের কষ্টকর জীবন-
কঠোর সংগ্রাম
জাগায় দৃঢ় সংকল্প
গভীর প্রেরণা।

চারিদিকে বিজয় বার্তা
অগ্রগতির খবর-
উৎসাহ- উদ্দীপনার জোয়ার।
দিনগুলো আমাদের
সময় আমাদের পক্ষে।
সেদিন আর দূর নয়
কারাগার থেকে
তোমরা মুক্ত হবে
বিজয়ীর বেশে।

আনন্দমুখর হাজার জনতা-
উজ্জ্বল নীল আকাশ
তোমাদের স্বাগত জানাবে।

আর-
অন্ধকার কারাগুলো-

ভরে যাবে
ফ্যাসিস্টদের অপবিত্র দেহগুলোতে।

আমরা কাজ করছি-
সেদিনের জন্যে।

বিদ্রোহ- বিপ্লব

জনগণ আজ ডাক দিয়েছে
বিদ্রোহ- বিপ্লবের ডাক।
শোষণের ছয় পাহাড়
তারা উপড়ে ফেলবেই।

জনগণ আজ বারুদের স্তূপ
সলতের উষ্ণ আগুনের
আশায় উন্মুখ।
একটি স্ফুলিঙ্গ দাবানল জ্বালাবে।
শোষণের কালো বন
পুড়ে সাফ হয়ে যাবে।

অনেক আত্মত্যাগ
অনেক খুলি- রক্ত- হাড়
আর বেদনার নিষ্ফল ইতিহাস
চাপা পড়ে আছে
বাংলার মাটিতে।
ভারতের উপনিবেশ-
সোভিয়েট আর আমেরিকার লুণ্ঠন
আওয়ামী লীগ আর সংশোধনবাদীদের
বিশ্বাসঘাতকতা।
আরো কত কাহিনী।

দেশটাকে নিয়ে
শকুনে- কুকুরে কামড়া- কামড়ি।
পদ্মা- মেঘনা- যমুনায়
কত জল বয়ে গেছে।
কত শীত বসন্ত হয়ে গেছে পার।
বৃটিশরা উৎখাত হলো-
এলো পাকিস্তান-
তারাও উৎখাত হলো;
এলো ভারত আর তার তাবেদার।
পদ্মা- মেঘনা- যমুনার উদ্দাম স্রোত
তারা আটকে ফেলতে চায়।

স্রোত আরো উদ্দাম- উত্তাল।
বালির বাঁধ ভেঙ্গে যায়।
গণযুদ্ধের উত্তাল জোয়ারে
এরাও ভেসে যাবে।
ইঁদুরের মত ডুবে মরবে।
জনগণ চায় বিপ্লবী পার্টি
সঠিক নেতৃত্ব।
আমাদের পার্টি
ভিতরের আর বাইরের
শত্রুর শত বাধাবিঘ্ন
পরাজিত করে
বিজয়ের পথে চলেছে।
প্রতিদিনই শক্তিশালী হচ্ছে।

কিন্তু আরো জোরে চলতে হবে।
আরো দ্রুততর।
দিনকে আঁকড়ে ধরতে হবে কমরেড-
ঘন্টাকে আঁকড়ে ধরতে হবে

জনগণের বিদ্রোহ- বিপ্লবে
নেতৃত্ব দিতে হবে আমাদের।
জনগণ আজ ডাক দিয়েছে
বিদ্রোহ- বিপ্লবের ডাক।

পেয়ারাবাগান, মহান পেয়ারাবাগান

তোমরা কি দেখেছো পেয়ারাবাগান?
শুনেছো ভিমরূলী, ডুমুরিয়া-
আটঘর- কুড়িয়ানার নাম?

এখানে প্রতিরোধ যুদ্ধ চালিয়েছে
আমাদের পার্টি,
গড়েছে গেরিলাযুদ্ধের ঘাঁটি।
সারি সারি পেয়ারা গাছ
মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাল-
জোয়ার- ভাটার খেলা;
ঝিঙে- শশার ঝাঁকা
ঢেঁড়স- আখক্ষেত
সবুজে ঢাকা।

রাতের অন্ধকারে
খাল বেয়ে
গেরিলাদের নৌকা
নিঃশব্দে চলে যায়।

দুই পারে আখক্ষেত
জোনাকিরা জ্বলে আর নেভে।
বিজয় উৎসবমুখর ঘাঁটি এলাকায়

আলোর দেয়ালী যেন।
সারাদিন শত্রুর গোলা
আগুন আর ধোঁয়া।
শত্রু অপেক্ষায়
আমরা এ্যামবুশ পাতি।
পেয়ারা গাছের ঝোপে ঢাকা
খালগুলো চমৎকার ট্রেঞ্চ।
এর মাঝে আমাদের গোপন আস্তানা।

যুদ্ধক্লান্ত গেরিলারা
সন্ধ্যায় হাজির হয় ক্যাডার স্কুলে।
যুদ্ধ আর সংগঠন, পার্টির ক্লাস।
মনে হয় বাংলার ইয়েনান-
এই পেয়ারাবাগান!

গ্রাম পরিচালনা কমিটি
গ্রামের কাজ চালায়।
স্থানীয় গেরিলা ইউনিট
গ্রামরক্ষী বাহিনী।
ঘরে ঘরে জনগণ
সংগঠিত হয়।
বহু গ্রাম- বিশাল এলাকা
লক্ষ লক্ষ জনগণ;
গেরিলারা এদেরই রক্ত- মাংস।
একটিও খবর বেরোয়না।
শত্রুচরেরা ঢুকতে সাহস পায় না।
প্রতি খালে পথে পাহারা
ঘরে ঘরে দুর্গ গড়া।
শত্রু কামানের শব্দ
গেরিলা আর জনগণের প্রতিরোধ যুদ্ধ।

এর মাঝে গড়ে উঠে-
'৭১- এর ৩রা জুন-
'পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি'।
সমাপ্ত হয় পূর্ববাংলার শ্রমিক আন্দোলনের
ঐতিহাসিক ভূমিকা।
আমাদের পার্টি-
পূর্ববাংলার সর্বহারা আর জনগণের
আশার আশা, প্রাণের প্রাণ-
তাদের নেতা, নতুন ভরসা-
অন্ধকার আকাশে ধ্রুবতারা।
পূর্ববাংলায় শুরু হয় এক নতুন ইতিহাস;
পেয়ারাবাগান জন্ম দেয়।
আরেক মহান ঘটনার।
আওয়ামী লীগ পালিয়েছে ভারতে
পূর্ববাংলায় আর প্রতিরোধ নেই।
পার্টির নেতৃত্বে
পেয়ারাবাগানের স্ফুলিঙ্গ
ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে দাবানলের মত।
কণ্ঠে- কণ্ঠে, ঘরে- ঘরে
প্রতিধ্বনিত হয় পার্টির বিজয়গান।
পেয়ারাবাগান শত্রু- প্রাণের শঙ্কা
তাদের ঘুম কেড়ে নেয়।
পাক- সামরিক দস্যুরা
পাগলা কুত্তার মত মরিয়া হয়ে উঠে।
কয়েক জেলা থেকে খুনীরা একত্রিত হয়।
পেয়ারাবাগানে চালায়
প্রচণ্ড ঘেরাও দমন।
বন্দুকের ডগায়
দূর দূরাঞ্চল থেকে
লোক ধরে আনে

পেয়ারা বাগান কাটে।
দেশব্যাপী গেরিলাযুদ্ধের
দাবানল জ্বালাবার আশায়-
গেরিলারা সরে আসে-
নিরাপদে।

পেয়ারাবাগান।
গণযুদ্ধের মহান উপাখ্যান।
আমাদের ড্রেস রিহার্সেল।
দেশব্যাপী গণযুদ্ধ
পরিচালনার মহান পীঠস্থান!

ডি.এন. এ

ডি.এন.এ'র সর্পিল সিঁড়ি-
এর মাঝে আঁকা জীবনের জটিল কোড।
ধাপে ধাপে কোড থেকে নির্দেশ যায়ঃ
ডি.এন.এ-
আর.এন.এ-
- প্রোটিন কোষ।
এমনি ভাবে গড়ে উঠে
মানব আর জীবন্ত জগত।

হাজার বছরের অজানা রহস্য
কত ভাববাদ- আর অধিবিদ্যার
দুর্ভেদ্য রাজত্ব,
কত শোষণ আর লুণ্ঠনের হাতিয়ার;
অবশেষে ভেঙ্গে যায়
বিজ্ঞানের দুর্বার যাত্রায়।

জীবন- রহস্য উদঘাটিত
সকল কুসংস্কার ভাববাদ- অধিবিদ্যা
উড়ে যায় ধোঁয়ার মত।
সমাজ আর প্রকৃতির বিকাশে
বিজ্ঞান রেখে যায় মহান অবদান।

ট্রেনের বাইরে রাত

চাঁদনী রাত, হিমেল হাওয়া।
দ্রুতগামী ট্রেনে চলেছি আমরা।

আবছা আঁধারে
লাইনের ধারে
ঝোপ- ঝাড় গাছগুলো
দ্রুতবেগে চলে যায়।
ফালি ফালি আঁকাবাঁকা
পায়েচলা পথ-
আলেভরা ক্ষেতগুলো
মিশে গেছে গ্রামে।
ঝোপ- ঝাড়- গাছ- গাছালি;
ছনেঢাকা কুঁড়ের ছায়া;
মাঝে মাঝে ছোট ছোট খাল-
জলের রেখা;
ক্ষেতগুলো জলে ভরা
তার মাঝে আকাশের ছায়া;
আবছা রহস্য ঘেরা।

মাঝে মাঝে চমকে উঠে আলোর মেলা
আধুনিক কারখানা।
তার পাশে, আবছা আঁধারে
ছনে ঢাকা কুঁড়ের ছায়া-
ক্লান্ত শ্রমিকেরা
ঘুমিয়েছে মাটির বিছানায়।

অতিরিক্ত বোঝাই কামরায়
ক্লান্ত কমরেড ঘুমে ভেঙ্গে পড়ে।
বাইরে আলোর মশাল হাতে স্টেশন
ঝোপ- ঝাড়- গাছ- গাছালি-

দ্রুতবেগে চলে যায়।

তারপর আলেভরা ক্ষেত
দূরে বনের দেয়াল;
মেঘহীন আকাশ
মিটমিটে তারা
আধখানা চাঁদ
চলছে আমাদের সাথে।

ঐ আলগুলো কবে উঠে যাবে!
রাতেও কর্মব্যস্ত ক্ষেতগুলো
কবে জনগণের সম্পদ যোগাবে!
আলোয় উজ্জ্বল কারখানা-
তার পাশে আবছা আঁধারে-
ছনেঢাকা কুঁড়ের শ্রমিকেরা
কবে মানুষের মত বাঁচবে?

নবীনতারা

নবীনতারা
তোমার নাম!
মহাকাশের কোলে

জ্বলছো উজ্জ্বল ঝিকিমিকি করে।
কত তারা জ্বলে-
গেছে নিভে,
আরো কত তারা জ্বলছে
আরো কত তারা রয়েছে অপেক্ষায়।

নবীনতারা
স্বাগত তোমায়।

মহাকাশ- তারকামণ্ডল-
তার মাঝে নবীন তারা
জ্বলছো উজ্জ্বল।
কিন্তু তুমিও যাবে নিভে
জ্বলা আর নেভার
অন্তহীন আবর্তে
তুমিও যাবে হারিয়ে
সীমাহীন মহাকাশে।
নবীনতারা
স্বাগত তোমায়।

একটি সংগ্রামী এলাকা সফর

বাস থেকে নেমে চলেছি আমরা
হাটের মাঝ দিয়ে।
মনে হয় কতকালের চেনা পথ
অথচ কখনো আসিনি এখানে!

অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা কুরিয়ার
পথ দেখায়।
হাটের কেরোসিনের কুপি
দোকান ফেলে চলি
গ্রামের পথ বেয়ে।
কুরিয়ার চলে
দূরত্ব রেখে
বিরাট কোট গায়ে
মাফলার জড়িয়ে
একা একা দ্রুত পায়ে।
মনে হয় আমাদের সাথে নেই কোনো পরিচয়।

অন্ধকার রাত
ভীষণ কুয়াশা।
চুল ভিজে আসে
অল্প দূরেও দেখা যায় না।
রাস্তার পাশে
মাঝে মাঝে এক আধটা দোকান-
টিম টিমে বাতি আর-
আবছা লোকজন চোখে পড়ে।
অনেক পথ- আর ফুরোয় না
চুপ চাপ হাঁটা-
কথাও অসুবিধা।
অবশেষে ক্ষেত ভেঙ্গে

আশ্রয়।
কমরেডদের সান্নিধ্য।
অনেক কথা-
অনেক ভালোবাসা
অনেক আলোচনা
নিস্তব্ধ রাত
শেয়ালের ডাক-
আমাদের বিশ্রামের ইঙ্গিত জানায়।

ফেরার পথে লঞ্চে
বসে আছি অপেক্ষায়।
অনেক রাত, কুয়াশা
খালপাড়ে বাঁধা নৌকো।
জলের মাঝে বাতিগুলো
লাল আলোর স্তম্ভ-
ছোট ছোট ঢেউয়ে কম্পমান!
অবশেষে রাত ভোরে
কুয়াশার মাঝ দিয়ে
লঞ্চ চলে-
বিশাল তেঁতুলিয়ায়।

এই নদী বেয়ে চলে গেছে
আমাদের গেরিলারা সমুদ্র পাড়ে।
কুকরী- মুকরী আরো
অজানা চরে-
শত্রু সংহারে।

লঞ্চ থেকে নেমে
কৃষকের দেওয়া
খেজুরের রস খেয়ে

ফিরে আসি গন্তব্যস্থানে।

পুরোনো পরিচিতের সাথে দেখা করে

অনেক বছর পর
দেখা তার সাথে;

আলো আঁধারিতে-
নির্জন- নিস্তব্ধ পরিবেশে-
শেষ বসন্তের রাতে।

ইটবাঁধানো আধুনিক- ভবন।
দূরে ভার্সিটির আলোকিত বারান্দা।
গোলাকার বাঁধানো পুকুর।
কামিনীরা দাঁড়িয়ে আছে
মাঝে মাঝে-
অন্ধকার ছায়া করে।

অনেক অপেক্ষার পর
এলো সে
আলো আঁধারিতে
অচেনা রহস্যময়।

অথচ, কত নিবিড় পরিচিত-
ঘনিষ্ঠ আপন ছিল
এক কালে।
নির্জন বসন্তের রাতের মত
আমরাও বাক্যহারা স্তব্ধ।

কয়েক বছরের ব্যবধান।
বিপ্লবে এসেছি।
আর সে রয়ে গেছে
পুরানো জীবনে।
তারপর-

কত ঘাত প্রতিঘাত
ঘটনার আবর্ত।

আজ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে-
যেন দুটো পৃথিবী

মামুলি কথা, কুশল বিনিময়
কতগুলো প্রশ্ন।
তারপর বিদায়।
ফিরে আসি আমাদের মাঝে-
আমাদের পৃথিবীতে।

(নোটঃ কবি এ কবিতাটিকে গানে রূপ দিয়েছেন)

সন্ধ্যা

শেষ বিকেলে-
বাতায়ন পথে

শিশুদের কোলাহল
শোনা যায়।

মাঠের শিশুদের মাতামাতি
ছাড়িয়ে-
কলোনির হলদে বাড়িগুলোর
খোলা জানালা
তারপর
আবছা আঁধার ঘর-
এখনো বাতিগুলো জ্বলেনি।

হয়ত গৃহিনীরা
সারাদিনের খাটুনি
আর-
স্বাধীনতার ব্যর্থ পরিহাস-
অভাব- অনটন
নিরাপত্তার চিন্তার ক্লেশ সেরে
বারান্দায় দাঁড়িয়েছে,
দিগন্তের পানে চেয়ে।
হয়ত ক্ষণিকের জন্য
থেমে গেছে তারা।

সন্ধ্যার আগমনে
কালো হয়ে আসা জগৎটা-
নীড়ে ফেরা পাখীর কাকলি;
শিশুদের কোলাহল।
তারপর-
জ্বলে ওঠে বাতিগুলো।
ঘরে ঘরে আলো।
শিশুরা ফিরে আসে।

শেষ সন্ধ্যায় শূন্য মাঠ।

গৃহিনীরা ফিরে আসে
কষ্টকর জীবনের মাঝে।
তাদেরও মনে জেগে উঠে
স্বাধীনতার পরিহাস থেকে
মুক্তির আকুতি।

(নোটঃ কবি এ কবিতাটিকে গানে রূপ দিয়েছেন)

দশ হাজার ফুট উপরে

দশ হাজার ফুট
উপরে
শরতের বিকালে
আকাশটা উজ্জ্বল নীল।

নীচে সাদা মেঘের মিনার-
দিগন্ত বিস্তৃত।
কোথাও উত্তুঙ্গ চূড়া
খাড়া ধ্বংস
উপত্যকা-
মনে হয় বরফ ঢাকা পর্বতমালা।

মেঘের নীচে
সবুজ শ্যামল ভূমি-
খাল- নদী- নালা-
আঁকাবাঁকা।
আলেভরা ক্ষেতগুলো-
চতুষ্কোণে মোড়া।
বিমানবন্দরে
দক্ষিণা বাতাসে
দূরে রানওয়ে ছাড়িয়ে
দোলায়িত কাশবন-
ফুলে ফুলে সাদা।

মনে পড়ে যায়
বিয়েনহোয়া।
সেখানেও কাশবন-
আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছিল
গেরিলাদের সন্তর্পণ ক্রলিং- এ।
সহসা প্রলয় ঘটেছিল-
মার্কিন আগ্রাসী ঘাঁটিতে-
গেরিলাদের প্রবল আক্রমণে।
এখানেও
আমাদের দেশের শত্রু বিমানঘাঁটিতে
কাশবন আন্দোলিত হবে-

গেরিলাদের আক্রমনে-
মুহূর্তে প্রলয় ঘটবে-
বিমানবন্দরে।

পথ- ঘাট- ঘর- বাড়ি-
চলন্ত নৌকা- ট্রাক- বাস- মানুষ-
শিশুর সাজানো খেলনা।

দ্রুতগামী
শত্রু বিমান
বাজপাখীর মত ছুটে আসবে
শিশুর সাজানো ঘর ভেঙ্গে দিতে।
আকাশের মেঘের মিনার
ঝোপঝাড়-
আচ্ছাদন
অন্তরায় গড়বে
দ্রুতগামী বিমান আক্রমণে।
বাধ্য হয়ে নীচে দিয়ে
শ্লথ গতিতে চলা বিমান-
পাখীর মত সহজ নিশান।
আমাদের গেরিলাদের গুলি খেয়ে-
গোত্তা মেরে পড়বে ধরণীতে
বা
ফেটে যাবে আকাশে
ধোঁয়ার কুণ্ডলী রেখে।

সেদিন আর বেশি দূর নয়।

নাট্যমঞ্চ

পূর্ববাংলা একটি নাট্যমঞ্চ!
দর্শক জনতা।
সত্যিকার নায়কের আশায় উন্মুখ!

তারাও নায়কের সাথে
অংশ নেবে নাটকে
দুনিয়া আর সমাজকে পাল্টাবে।
নাটকটি তিন অংকের।

প্রথম অংক-
সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর
চব্বিশ বছর।

প্রথম দৃশ্য-
দুর্দান্ত- প্রতাপ
পাক- সামরিক দস্যুদের
হুংকার লম্ফঝম্প
নির্মম শোষণ লুণ্ঠন
তার সাথে আওয়ামী লীগের
বড় বড় বুলি আর রণধ্বনি।
বিভিন্ন আকৃতির সংশোধনবাদী
কুকুরগুলো পা- চাটা
আর ঘেউ ঘেউ।

নাটক জমে ওঠে।

তৃতীয় দৃশ্যে শিশুর প্রবেশ-
হাতে রক্ত পতাকা-
দৃঢ় পদক্ষেপ!

পাক- সামরিক দস্যুদের চরম হামলা।
আওয়ামী লীগের পলায়ন।

এর মাঝে শিশুর লড়াই-
স্ফুলিঙ্গ দাবানল জ্বালে;
অভিজ্ঞতা আর শক্তির সঞ্চয়।

ভারতের আগমন-
শিশুকে হত্যার চক্রান্ত,
পাকিস্তানের পরাজয়
পূর্ববাংলা ভারতের উপনিবেশ।

প্রথম অংক
এই ভাবে হলো শেষ।

দ্বিতীয় অংকের শুরু।
জনগণের কঠোর উপলব্ধি-
বৃথা হলো তাদের রক্তপাত।

ক্রোধে তারা ফেটে পড়ে-
রক্তের শোধ তারা তুলবেই।
বিশ্বাসঘাতকদের তারা খতম করবেই।
সরল স্মিত- হাসি শিশু-
কৈশোরে পৌঁছায়।
সংশোধনবাদী কুকুরগুলো
নিজেদের মাঝে কামড়া- কামড়ি করে।
কিশোরের পদাঘাতে তারা
ছিটকে পড়ে ড্রেনে।

আওয়ামী লীগের নায়কের বেশ খসে পড়ে-
পাক- দস্যুর মত ভিলেন বেরোয়।
জনগণ তাকে মার মার বলে তেড়ে আসে।
কিশোর দ্রুত যুবকের বয়সে পৌঁছায়

জনগণ তাকেই নায়কে বরণ করে।

দ্বিতীয় অংকের গতি দ্রুততর।
তৃতীয় অংক সমাগত প্রায়।
নায়কের সাথে জনগণ
আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের
তমের দুর্বার সংগ্রাম চালায়।
গড়ে ওঠে ঘাঁটি এলাকা
বিস্তীর্ণ গেরিলা অঞ্চল।
এভাবে দ্বিতীয় অংকের
হলো অবসান।
তৃতীয় অংক-
গণযুদ্ধের রোমাঞ্চকর দৃশ্য।
যুবক, নায়ক, জনগণ
আর শত্রু-
ঘেরাও দমন- পাল্টা ঘেরাও দমন,
গণযুদ্ধের চমৎকার খেলা।
প্যাঁচে প্যাঁচে ফ্যাসিস্টরা খতম।
সচল যুদ্ধ, ঘেরাও যুদ্ধ, অবস্থান যুদ্ধ
কামান- বন্দুক- ট্যাংক।
কী রোমাঞ্চকর, অদ্ভুত শিহরণ!
বিশ্বজনগণেরও দৃষ্টি টানে।

গ্রাম দখল, শহর ঘেরাও
অবশেষে শহর দখল।
যুবক আর জনগণের মহান বিজয়
সমাপ্ত হলো তৃতীয় অংক।

অবশেষে পূর্ববাংলা হলো মুক্ত।

(শিশু হচ্ছে অনভিজ্ঞ সর্বহারা বিপ্লবীরা যারা প্রথম সংগঠিত হয় পূর্ববাংলা শ্রমিক আন্দোলনে। কিশোর, যুবক হচ্ছে পূর্ববাংলার সর্বহারা পার্টি)

সন্ধ্যা

জলেভরা মাঠ-
ডুবে যাওয়া পাটের মাথা
ঝোপ- ঝাড় কচুরিপানা।
কালো জলে-
শাখা- পাতা- গুঁড়ির ছায়া মিলে
সন্ধ্যার অন্ধকারে
রহস্য গড়েছে।

ওপারে গ্রামগুলো
কালো বনের রেখা-
তারপরে শেষ সূর্যচ্ছটায়
রঙীন আকাশ।
শোঁ- শোঁ- শন- শন
দখিনা বাতাস।
গুরু গুরু মেঘের ডাক।
ব্যস্ত গৃহিনীরা
পাট তোলে ঘরে-
ছোট্ট মেয়েরাও কি কর্মব্যস্ত-
প্রাণভরা জীবনের ছবি।

আম- কাঁঠালের সারি
কুমড়োর ঝাঁকা-
ঘরের ছায়া
ত্বরায় ডেকে আনে
সন্ধ্যার অন্ধকার।
ক্লান্ত গৃহিনীরা
রাতের আহার যোগায়-

বেড়ার খোলা পাকের ঘরে
রুটি বেলা আর সেঁকা-
কাঠের চুলো-
পাতার আগুন
ধোঁয়ায় ভরা।
তবুও তারা কষ্ট করে যায়।

আসন্ন মুক্তির সংগ্রামে
কষ্টের শোধ তারা তুলবেই-

সুখময় জীবন তারা গড়বেই।

বিহারী

অনেক অপেক্ষার পর
এলো ট্রেন।
যাত্রীদের উঠানামার চঞ্চলতা
কুলিদের হাঁকাহাঁকি।
তার পাশে চোখে পড়ে
অস্থিসার ছিন্নবস্ত্র-
কতগুলো বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের

বোঝা নামানোর ব্যস্ততা-
হাঁক- ডাক।

বিবর্ণ- স্বাস্থ্যহীন- হাড়- বেরোনো
মনে হয় প্রাণ ওষ্ঠাগত
তবুও তারা কি কর্মব্যস্ত!
হয়তো দূর থেকে আনা গম- ডাব
বেচে সামান্য লাভে-
বাঁচার প্রহসন করছে তারা।

কেউ উঠে পড়ে আরেক চলন্ত ট্রেনে।
অনেক কষ্টে কেউ মাল উঠায়।
একজন পাদানিতে দাঁড়িয়ে
হাতল ধরে বুক দিয়ে
বস্তা ঠেলে রাখে।
কিন্তু ভারী বস্তা, শীর্ণ শক্তিহীন বক্ষ
ধারণ করতে পারে না।
চলন্ত ট্রেন থেকে
বস্তা সমেত পড়ে যায়-
আমি চমকে উঠি
আসন্ন দুর্ঘটনার সম্ভাবনায়।
পাশ দিয়ে যেতে যেতে
বাঙালী কুলি
তাকে সরিয়ে আনে
ট্রেনের পাদানী
তার পাঁজরার পাশ দিয়ে
চলে যায়।

ব্যথাকাতর মহিলার হাতে
পক্ককেশ বৃদ্ধা

হাত বুলায়।

এরা আমাদের দেশের বিহারী।

এদের বিষণ্ন স্বরভাঙ্গা
কান্নারুদ্ধ
মৃত- শিশু কোলে মিছিল দেখেছি
ফাইস্যাতলায়।

মা- বোনদের অত্যাচার
আর নিরীহ লোকদের
সার বেঁধে গুলি করে হত্যার ঘটনা
শুনেছি ময়মনসিংহে
দিনাজপুরে
আরো অনেক স্থানে।
লাইনের ধারে
সারি সারি ঘর দেখেছি
ক্ষয়ে যাওয়া মাটির- দেয়াল সাক্ষী
শূন্য কলোনির সারি
অথচ, এখানেও প্রাণের স্পন্দন
ছিল এককালে।

পাক ফ্যাসিস্টদের সাথে
আওয়ামী লীগ ফ্যাসিস্টদের
কোন তফাৎ রয়েছে কি?

পূর্ববাংলার গণহত্যা

পূর্ববাংলার গণহত্যায়
সাম্রাজ্যবাদী এর দালালরা
অশ্রু ফেলেছে-
বাংলার সমর্থনে বেদনার গানও গেয়েছে!

কিন্তু সুমাত্রা- যাভা আর বালি-
সবুজ ভূমি- নদী- সাগর
যখন লাল হলো

ভরে গেলো
লক্ষ লক্ষ ইন্দোনেশিয়া
কমরেডদের রক্ত আর লাশে-
কই, তারাতো কাঁদেনি!
বেদনার গানও গায়নি!
তারা দানবের মত-
আনন্দ আর উল্লাসে মেতেছে
মনুষ্যরক্ত পানে।

বাংলার জন্য তাদের অশ্রু-
আজ ঘরে ঘরে হাহাকার তুলেছে।
বাংলার রক্ত তারা আকণ্ঠ পান করছে
আমাদেরকেও হত্যা করছে।

কিন্তু চৈত্রের প্রচণ্ড তাপ কালবৈশাখীর জন্ম দেয়।
শোষণ- অত্যাচারের জ্বালাও
সৃষ্টি করছে বাংলার কালবৈশাখী।
প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়ে
উপড়ে যাবে-
শোষক আর ফ্যাসিস্ট দানবেরা।

শহীদদের স্মরণে

শুকনো
সবুজবর্জিত অঞ্চল রেখে এসে
কুষ্টিয়া পার হতে হতে
বার বার মনে পড়ে
পলাশের কথা।

এখানে গড়াই নদী
মধুমতি হয়ে বয়ে গেছে
পলাশের বাড়ির পাশ দিয়ে
অনেক কাল ধরে।

একগুচ্ছ সবুজ-
প্রাণের প্রতীক-
হাসিভরা শক্ত গড়ন
পলাশ-

আমাদের অন্তরে-
আমাদের কাজে-
ছায়া করে আছে।
যদিও বিশ্বাসঘাতকেরা
সরিয়েছে তাকে চিরতরে।

পলাশের পাশে
ভীড় করে আসে শহীদেরা-
চোখের সামনে
স্পষ্ট হয়ে।
ফাইস্যাতলার খাল
এখনো এঁকেবেঁকে
চলে গেছে।
তার পাশে
জিল্লুর বাড়িটিও
পুড়িয়েছে ফ্যাসিস্টরা।
জিল্লুকে প্রথম দেখা-
এখনো আটকে আছে চোখে।
স্কুল- ফেরা বাপির কোলে ওঠা
ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে
লম্বা শক্ত জোয়ান।
কত আলাপ- ঘনিষ্ঠতা
আতিথেয়তা।
এইখানে বসেছি-
এইখানে বলেছি কথা
পিন্টুও ছিল আমাদের সাথে-
বুদ্ধিভরা প্রাণময়।
পিন্টুও শহীদ হয়েছে
চলে গেছে আমাদের ছেড়ে
এদেশের মুক্তির কাজ

শেষ করার মহান দায়িত্ব দিয়ে।

এই সাথে মনে পড়ে
চুন্নুর কথা।
শেষ দেখা তার সাথে
ঢাকা শহরের বুকে।
বার বার তারে শুধিয়েছি-
পাতার হাটে যাওয়ার
বিপদ নেইতো?
অসতর্ক চলার পথে-
মীরজাফরদের হাতে ধরা পড়ে
নির্মম অত্যাচার-
বেয়নেটের আঘাতে
জর্জরিত ছিন্ন ভিন্ন
তবুও বাঁচিয়ে দেয়
সাথী কমরেডকে।
পার্টি- বিপ্লব- জনগণ
এর নেতৃত্বে শ্লোগানে
কাঁপিয়ে দেয় ফ্যাসিস্টদের।
বেয়নেটে এফোঁড় ওফোঁড় করে
ফেলে দেয় খালে-
সেখানেও শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত
গেয়ে যায় পার্টির গান।
সেই নাম না- জানা- খাল-
বন- গাছ- সবুজ- ভূমি
সাক্ষী ছিল নির্মমতার-
সাক্ষী ছিল বিপ্লবী দৃঢ়তার।

বাতেন ভাই

রসিক প্রাণপূর্ণ।
কত কথা বলেছি-
কত আলোচনা।
তারপর মীরজাফরদের
হাতে শহীদ হন।
তার হত্যার ঘটনাও জানিনে।
এমনিভাবে আরো
অনেক শহীদ

আমাদের দেশের
শ্রেষ্ঠ সন্তানেরা
রক্ত দিয়ে পবিত্র
করেছে আমাদের ভূমি।
তাদের মহান ত্যাগ
আর রক্তরাঙা পথ
জাগিয়েছে প্রতিরোধের
কঠোর সংকল্প;
দেখিয়েছে মুক্তির দিক।

আমরা তাদের স্মরি-
আমাদের কাজে-
আমাদের মনে-
আমাদের মাঝে
জীবিত হয়ে আছে তারা
আমাদের হয়ে।

(নোটঃ বিশ্বাসঘাতক ও মীরজাফর হচ্ছে আওয়ামী লীগ)

অসহায় নারী

হোটেলের জানালায়
দেখেছি আমি অসহায় নারী-
পুরুষের কামস্পর্শে অবনত মস্তক,
একমুঠো অন্ন বা বাঁচার তাগিদে
নিজেকে বিকিয়ে দেওয়া

সিনেমার পর্দায় দেখেছি-
যৌবনের পসরা সাজিয়ে
বাঁচার ব্যর্থ প্রচেষ্টারত
অসহায় নারী।

সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখেছি

বাতিহীন গাড়ীতে-
কি ব্যথায় বাক্যহীন পিতা
তুলে দেয় কন্যাদের।

রেলের প্লাটফরমে-
বস্তিতে দেখেছি
ছিন্নবস্ত্র স্বাস্থ্যহীন
কুকুরে- পুরুষে- নারীতে বসতি।
বৈশাখের খরতাপে
তাদের দেখেছি
একমুঠো অন্নের তাগিদে
দ্বারে দ্বারে ক্লান্ত মৃতপ্রায়।
স্ত্রী কিবা বোন কিবা মাতা
সমাজ বঞ্চিতা অসহায়
নির্ভয় আশ্রয় চিন্তায় ব্যস্ত
বন্দী গৃহ- ক্ষুদ্র পরিসর
ছোট ছোট চিন্তা।
তারা কি বিহারী?
তারা কি বাঙালী?
তারা আমাদের দেশের অসহায় নারী।
উৎপাদনে পুরুষ প্রাধান্যের
পর থেকে নারী
হাজার বছর ধরে হয়ে আছে
পণ্য- ভোগ্য- অসহায়।

আর নয় অসহায়-
নারীরাও অবলা পুরবাসী নয়
তারাও বেরিয়ে আসবে গণ্ডি ভেঙ্গে
সমাজ- শৃংখল চূর্ণ করে
কেড়ে নেবে অধিকার।

তারাও অংশ নেবে উৎপাদনে;
সমঅধিকারে বাস করে
সুখময় করে তুলবে
এই কষ্টকর ধরণী।

উপলব্ধি

কত ঘটনা ঘটে যায়
কত দেখা দেখা যায়
কত কথা শোনা যায়
এইভাবে জীবন
অভিজ্ঞতায় ভরে যায়।

জীবন

কতগুলো সফলতা
কতগুলো বিফলতা
কতগুলো যোগ্যতা
কতগুলো ভাল
আর কতগুলো খারাপ
এইতো জীবন।

কতগুলো আনন্দ
কতগুলো বেদনা
কতগুলো দ্বন্দ্ব
কতগুলো সংঘাত
এইতো জীবন।

হাট

ছোট ছোট চালা-
খোলা আকাশের নীচে
তরকারীর দোকান।
হাটের কেরোসিনের কুপিগুলো
যেন আলোর দেয়ালী।
পরাধীনতার কষ্টকর জীবনের ছবি
মন্দা বেচা- কেনা
প্রাণহীন না জমা- ভাব।

অন্ধকার পথে
হাট থেকে ফেরার কালে
চোখে পড়ে
বস্তির ব্যারাকের খোপে
শ্রমিকেরা রান্নার প্রচেষ্টায় রত।
ছেলে- বুড়ো- জোয়ান
দূর সবুজ শ্যামল গ্রাম থেকে-
এসেছে শহরে বাঁচার তাগিদে।

চুলার আগুনের দিকে
তাকিয়ে আছে তারা
আসবাব বাহুল্যবর্জিত
উপবাসী, শূন্য ঘরে
হোগলার বিছানায়।

অস্থায়ী আবাসে
শহরের নির্মম জীবনে
চুলোর পাড়ে
তাদের আগুন- রাঙা- মুখে
খেলা করে যায়
সবুজ গ্রামের নীড়ের স্বপ্ন।

ময়নামতি

বর্ষা শেষে
শীর্ণ গোমতি
এঁকেবেঁকে চলে গেছে।
অথচ বর্ষায় গোমতি
ফুলে ফেঁপে উত্তাল- উদ্দাম।
কুমিল্লা রক্ষার তরে নির্মম সরকার
কতবার ভেঙ্গেছে বাঁধ গ্রামের দিকে।
কতঘর ভেঙ্গেছে
কতগ্রাম গেছে ডুবে।

শান্ত গোমতির তীরে
শরতের উজ্জ্বল বিকেলে
শ্যামল গ্রামীণ ছবি
দেখেছি গোমতির বাঁধে।
হঠাৎ বৃষ্টির ছাঁটে
ভিজে একাকার
আশ্রয় নিয়েছে

ওয়াপদার জল- মাপা ঘরে।

শালবন বিহারে
যাদুঘরে
বৌদ্ধস্তূপে
ইতিহাস দেখেছি
প্রাচীনের ধ্বংসাবশেষ।
হয়তো এখানে ধীর- গম্ভীর
ভিক্ষুরা বসেছে
নিয়েছে পাঠ।
হাজার বছর পর
আমরাও বসেছি এখানে,
ক্লান্ত হয়ে-
উন্মুক্ত আকাশের নীচে
মন্দির খিলানে।
বর্ষার ছাঁট থেকে
বাঁচার ব্যর্থ প্রয়াস
রিকসার প্লাস্টিকে
মানেনা জল।
ভিজে একাকার।

এইভাবে ঘুরেছি
দেখেছি আদি রাজধানী
ময়নামতির আশপাশ।

এখানেও কাজ করছে কমরেডরা
গড়ছে নূতনের ইতিহাস।

আজকের বাংলা

এইখানে-
এইমাঠে
আমাদের দেশে
সবুজ পাট, ধান।
বন্যার উচ্ছল পানি করছে খেলা
সমুদ্র সফেন।

ঝড়- বৃষ্টি- বাদল
বর্ষার তাণ্ডব
অভাব- অনটন
শোষণ- লুণ্ঠন।
আজকের বাংলায় জনগণ
অসহায় পথ খোঁজে :
আশ্রয় শিবিরে,
ভিজে মেঝে,
ভাঙ্গা স্কুলের বেঞ্চে-
আধপেটা বা অন্নহীন

রিফিউজি জীবন।

রিলিফ- ভিক্ষা- করুণা-
বিত্তবান দর্শকের কৌতূহল
শকুনীদের টানাটানি-
ফলে-
হাড় বেরোনো
মানুষেরা ঘোরে
শহরে- স্টেশনে টার্মিনালে।
আকাশে মেঘের খেলা
অজস্র
বৃষ্টি
ধারা
আর বন্যা
অভাব- অনটন,
হাহাকার চারিদিকে।

অথচ,
রাজপথে-
আধুনিক বিপণীতে
টয়োটা ড্যাটসানে
বিত্তবানের ভীড়ে-
কালো টাকার জৌলুস উপচে পড়ে
কুয়েতের শেখ-
বাহরাইনের আমীর-
নিউইয়র্কের রকফেলারের আবাসভূমি
রাজধানী ঢাকা নগরী!

ভিয়েতনাম- কম্বোডিয়া- লাওস
পুবে পাহাড়

লড়াইয়ের বিজয়বার্তা
আমাদের পথ দেখায়
মুক্তির দিকে।

স্বাগত বর্ষা

আকাশটা কালো
ঝর ঝর বৃষ্টি পড়ে।

সবুজ ধানক্ষেত-
তার পাশে কৃষকেরা
কাদাভরা মাঠে মই দেয়
কেউবা সার বেঁধে ধান বোনে।
ছোট ছোট খাল- নালা
জলের তোড়
ছেলে- বুড়ো মাছ ধরে।

বৃষ্টিতে আমরা খুশী
বর্ষা শুরু হোক।
আরো দীর্ঘায়িত হোক।
আমাদের রণনৈতিক
আক্রমণ চালাবার
চমৎকার অবস্থার
সৃষ্টি হোক।

বর্ষাকালীন রণনৈতিক আক্রমণ

অন্ধকার রাত।
নিকষ কালো আকাশ।
মেঘ- বিদ্যুতের খেলা।
প্রমত্তা পদ্মার উত্তাল ঢেউ।
শোঁ- শোঁ- শন- শন বাতাস।

নিস্তব্ধ রাত সহসা জাগ্রত-
স্টেনের শব্দ-
ধাবমান গেরিলাদের আক্রমণে
থানা কম্পমান।
মেশিনগানের রক্তলাল গুলি
মুহূর্তে ঝাঁঝরা করে
ও. সি'র টিনের বেড়া।
বিপ্লবের প্রলয়ে পালায়
ভয়ার্ত পুলিশ।
কাদাভরা চকে তাদের ছায়া
মিশে যায়।
লৌহজং থানা দখল।
বিজয় উল্লাসে গেরিলারা
ফেটে পড়ে।

শ্লোগানে মুখরিত আকাশ- বাতাস।
দখিনা হাওয়া বিজয় বার্তা
ছড়িয়ে দেয়-
দূর দূরান্তে গ্রাম থেকে গ্রামে
পূর্ববাংলার মুক্তিকামী জনতার
ঘরে ঘরে।
প্রমত্তা পদ্মার ঢেউ
খুশিতে ভেঙ্গে পড়ে
কলধ্বনি তোলে।
গেরিলার জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের
পতাকা তোলে-
বিজয়ী পতাকা নয়াবাংলার
অভ্যুদয়ের উদ্ধত ঘোষণায়
পতপত ওড়ে।
গেরিলারা ব্যাংক দখল করে।
অস্ত্র- অর্থ নিয়ে
নিরাপদে সরে আসে
বর্ষার রণনৈতিক আক্রমণের
সফলতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে।

অভাব- অনটন শোষণ- লুণ্ঠন
নির্যাতনের নির্মম জ্বালা।
ভারত আর তার তাবেদার
উৎখাতের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় উন্মুখ জনতা।
জনতার প্রথম বিজয়ী স্ফুলিঙ্গ
লৌহজং থানা।
যে স্ফুলিঙ্গ দাবানল হয়ে
ছড়িয়ে পড়ছে
শহর- জনপদ- গ্রাম- পাহাড়- জঙ্গলে
জাবরা- উচাখিলা- বরিশালে।

জাতীয় মুক্তির গণযুদ্ধের
প্রজ্জ্বলিত দাবানলে
পুড়ে মরবে
দেশী- বিদেশী সকল
শোষক আর তাবেদার।
মুক্ত হবে পূর্ববাংলা।

ডহ্‌রী নওপাড়া শামুর বাড়ি

শেষরাতে-
জোছনায় উজ্জ্বল ধরণী।
ধনচা'র সারি-
খাড়াপাড়।
তারপর-
দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি-
চকচকে ছোট ছোট ঢেউ-
মাঝে মাঝে কচুরি পানা-
স্রোতের টানে প্রবহমান।

দূরে আবছা গ্রাম।
নিস্তব্ধ।
নিঝুম।
লৌহজং- এর বরফ কলের বাতি।
এ গ্রামগুলো
সহসা জেগে উঠবে
লড়াইয়ের আহ্বানে
শত্রু সংহারে।

জলেভরা মাঠ
দ্বীপের মত বাড়ি-

ঝোপঝাড়- গাছ- গাছালি-
প্রতিরোধের দূর্গ গড়বে।
সশস্ত্র প্রচার টিমের
মাইকের শব্দে
সচকিত গ্রাম
সন্ধ্যায় গেরিলাদের
স্বাগত জানায়।
আগ্রহে বক্তব্য শুনে-
আসন্ন মুক্তির প্রহর গোণে।
গেরিলাদের এ্যামবুশে-
অতর্কিত আক্রমণে
পুলিশ- রক্ষীরা পালায়।
আনন্দ- উত্তেজিত জনতার
ধাওয়ায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত
জনগণের সান্নিধ্যে-
স্নেহের আতিথ্যে-
গেরিলারা ধন্য।

ঘেরাও- দমন।
রক্ষী- পুলিশ।
স্পীডবোট।
গানবোট।
বাজপাখীর কর্কশ শব্দ।
ভেঙ্গে যায় শান্তি-

শিশু- যুবক- বৃদ্ধ- নারী
ধরপাকড়-
নির্যাতন।
উত্তাল পদ্মার মত
তারাও হয় কঠিন প্রত্যয়।

কোনো কথা বেরোয় না।
নিরাপদ গেরিলারা।
ব্যর্থ হয় শ্বেত সন্ত্রাস।

দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে-
গেরিলাদের বিজয় বার্তা।
সংগ্রামের ডাকে-
ঘরে ঘরে প্রস্তুত জনতা।
উত্তাল গণযুদ্ধের তরঙ্গে-
দোলায়িত পূর্ববাংলা
নয়া বাংলার অভ্যুদয়ের-
স্বপ্নে উদ্বেল।

ফ্রন্টে চলো

[গান]

আজি লড়তে হবে গো
এসেছে আহ্বান।
চলো চলো।
ফ্রন্টে চলো।

আজি লড়তে হবে গো
এসেছে আহ্বান।
চলো চলো।

সকল প্রস্তুতি
হয়েছে সারা
ঘরে ঘরে আজি
প্রতিরোধের অগ্নিধারা

সকল প্রস্তুতি
হয়েছে সারা
ঘরে ঘরে আজি
প্রতিরোধের অগ্নিধারা।

চলো চলো।
ফ্রন্টে চলো।

এসেছে আহ্বান।
এসেছে আহ্বান।

বিদায় বেলা

[গান]

১.

ওগো বন্ধু বিদায় বেলা-
মনে রেখো- মনে রেখো
একটি কথা।
কত ঘাত- প্রতিঘাত- সংঘাত
প্রতিকূলতা-
কিন্তু আমাদের আছে একটি কামনা
সে হলো নিঃস্বার্থ জনসেবা।

২.

ওগো বন্ধু বিদায় বেলা
মনে রেখো- মনে রেখো
একটি কথা।
কত দূর দূরান্তে বিপদে আপদে
পথ চলা-
পাহাড়- জঙ্গল- জনপদে
কত কাজ, কত ঘটনা
তবুও আছে একটি বন্ধন
সে হলো আমাদের পার্টি
সর্বহারার বিপ্লবী চেতনা।

৩.

ওগো বন্ধু বিদায় বেলা
মনে রেখো- মনে রেখো
একটি কথা।
জীবনে- মরণে- শয়নে- স্বপনে
আমাদের আছে একটি বাসনা
সে হলো জনগণের মুক্তিসাধনা।

৪.

ওগো বন্ধু বিদায় বেলা
মনে রেখো- মনে রেখো
একটি কথা।
আঁধারে- আলোতে- জয়ে- পরাজয়ে
সুখে- দুঃখে
আমাদের আছে একটি চেতনা
সে হলো বিপ্লবী দৃঢ়তা।
ওগো বন্ধু
মনে রেখো- মনে রেখো
একটি কথা।

সিরাজ সিকদার (বাঁয়ে): ময়নাতদন্তের পর লাশ শনাক্ত করছেন বাবা আবদুর রাজ্জাক সিকদার

লাল সালাম